যুগান্তর

তারিখ 3 JUL 2003
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

উপবৃত্তির লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে কি?

সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপবৃত্তি প্রকল্প চালু করেছে। এটা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। কিন্তু এই উপবৃত্তি প্রদানের মূল লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে কিনা বা আদৌ অর্জিত হবে কিনা সেটা সময় থাকতে হিসাব করতে হবে। শিক্ষাদান এবং শিক্ষা গ্রহণ দুটিই মানসিক প্রক্রিয়া। মনের তাগিদেই শিক্ষাদান বা গ্রহণ করতে হয়। শক্তি খাটিয়ে বা প্রলোভন দেখিয়ে শিক্ষাদান করানো বা গ্রহণ করানো কতটা যৌক্তিক সেটা সময়ই বলে দেবে। তবে এই মুহূর্তে এটা সত্য যে ২০০২ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফল খুবই খারাপ হয়েছে। ফলে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ওই বিদ্যালয়ের নিরীহ শিক্ষকরা হুমকির মুখে। এসএসসি পরীক্ষার ফল বিপর্যয়ের কারণ খুঁজলে আমাদের একটু পিছনে যেতে হবে। ১৯৯২ সালে সরকার শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প চালু করেছে। ফলে তখন থেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যাপক হারে ছাত্র ভর্তি শুরু হয়। যাদের বিদ্যালয়ে আসার মূল উদ্দেশ্যই ছিল গম/চাল নেয়া। তাদের মাঝে শিক্ষার তেমন কোন তাগিদ ছিল না। শিক্ষা গ্রহণ করতে হলে অবশ্যই শিক্ষার্থীর মনে প্রেষণা সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু যে মনে গম/চাল নেয়ার প্রবণতা বাসা বেঁধেছে সেখানে শিক্ষার প্রেষণা দুরাশা মাত্র। আবার যাদের শিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা ছিল তাদের ভাগ্যে গম/চাল জুটত না। কেন না এই প্রকল্পের নীতিমালা ছিল তাদের প্রতিকূলে। কিন্তু এই প্রতিকূলতা উপলব্ধি করার ক্ষমতা এই শিশুদের ছিল না। ফলে তা না পাওয়ার এই বেদনা তাদের মনে আঘাত হানে। শিক্ষার প্রতি তাদের অনীহা সৃষ্টি হয় প্রেষণা লোপ পেতে শুরু করে। ফলে শিক্ষার গুণগত মান হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণেই ফলাফল রিপোর্টে হ্রাসকৃত মান প্রকাশ করার স্বাধীনতা শিক্ষকদের ছিল না। বাধ্য হয়ে শিক্ষকরা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ফলাফল রিপোর্টে প্রগ্রেস দেখাতেন। এই প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের ন্যূনতম যোগ্যতা অর্জন না করেই শিক্ষার্থীরা বীরদর্পে মাধ্যমিক পর্যায়ে পদার্পণ করে। ফলে সেখানেও একই ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। কিন্তু এসএসসি পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন। সেখানে কোন শিক্ষককে বাধ্য হয়ে প্রগ্রেস দেখাতে হয় না। ফলে ২০০২ সালে এসএসসি পরীক্ষায় সেই নির্মম সত্যই প্রকাশিত হয়েছে। আর এর মূলে রয়েছে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প। এই প্রকল্পই নাম পরিবর্তন করে উপবৃত্তি প্রকল্প নামকরণের মাধ্যমে গম/চালের পরিবর্তে সরাসরি টাকা দেয়া হচ্ছে। কাজেই দেখা যায় উপবৃত্তি প্রকল্পের এই টাকা একদিকে কোমলমতি শিশুদের মনে বৈষম্য সৃষ্টি করে শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ নষ্ট করেছে। অন্যদিকে এই টাকারই অভাবে শিক্ষকদের স্বল্প বেতনে অধিক খাটিয়ে তাদের মানসিকতাকে বিপর্যস্ত করে শিক্ষাদানের পরিবেশ জটিল করা হচ্ছে। ফলে শিক্ষাদান এবং শিক্ষা গ্রহণ উভয় প্রক্রিয়াই মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সোহেল চৌধুরী, শিবপাশা, আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ